বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৫-২০১৬

(প্রথম খন্ড)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের হিসাব সম্পর্কিত

দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।

সূচীপত্র

ক্রঃনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	০১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	০৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৭
	অডিটের সুপারিশ	০৭
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায়	০৯
৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর (০১-১০)	১১-২০
৬.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০
৭.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

দূতাবাস অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিদেশস্থ দূতাবাস সমূহের ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেনের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(আবুল কালাম আজাদ)

মহাপরিচালক

দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা

তারিখ ঃ ২৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত বিমান ভাড়া পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১,৫৪,৩৯,২৭১/-	০৬
২.	অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১৪,২৫,১১৬/-	০৭
৩.	অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত চিকিৎসা ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩৮,০৬,৪৭১/-	০৮
৪.	অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১,০২,১৩,৪২৯/-	০৯
৫.	বাসস্থান বাবদ অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দিনের অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪,১৭,৬৮০/-	১০
৬.	দূতাবাস তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর/অগ্রিম বেতনের নামে আর্থিক সুবিধা গ্রহন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১৪,২১,৯১৫/-	১১
৭.	অনিয়মিতভাবে বাসভবনের জেনারেটরের লাইন রেন্ট/পেট্রোল ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৮,০৮,২০১/-	১২
৮.	কন্সুলার আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাসের তহবিলে জমা না করায়/ভিসা ফি বাবদ অর্থ কম জমা হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩২,৯৭,২৫৭/-	১৩
৯.	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে ভ্রমন/অপ্রতিনিধিত্বমূলক বা অনানুষ্ঠানিক ভ্রমন বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩,৮৭,০৩৩/-	১৪
১০.	অনিয়মিতভাবে হোমলীভ বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৯,৫৫,০১৫/-	১৫
সর্বমোট অনুচ্ছেদ-১০টি, জড়িত টাকাঃ (তিন কোটি একাশি লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত আটাশি টাকা)		**৩,৮১,৭১,৩৮৮/-**	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছরঃ	ঃ	২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ ।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ	ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ ।
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ	ঃ	নিয়মানুগ অডিট ।
নিরীক্ষার সময়ঃ	ঃ	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত ।
নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ	ঃ	নিয়মানুসরণ (কমপ্লায়েন্স) অডিট ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী	ঃ	মহাপরিচালক, দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা;
- আর্থিক অব্যবস্থাপনার বিষয়াদী চিহ্নিত করা;
- সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করা;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা ।

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ

- বিমান ভাড়া সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ না করে দাবী পরিশোধ করা;
- শিক্ষা ভাতা গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ না করে পরিশোধ করা;
- চিকিৎসা ভাতা পুনর্ভরণের ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ অনুসরণ না করা;
- বৈদেশিক/অভ্যন্তরীন ভ্রমনের ক্ষেত্রে হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ না করে দাবী পরিশোধ করা;
- সরকারী বাসস্থান প্রাপ্যতা ও ইউলিটি চার্জ বিষয়ক সরকারি আদেশ অনুসরণ না করে দাবী পরিশোধ করা;
- সরকারী অর্থ বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তিগত হিসাবে স্থানান্তর করা;
- দায়িত্ব ভাতা ও উৎসব ভাতা সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ না করে দাবী পরিশোধ করা;
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ ব্যয় করা এবং কন্সুলার আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কম আদায় হওয়া;
- হিসাব সংরক্ষণে দূর্বলতা;
- আর্থিক ও কোডাল বিধি বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা ।

অডিটের সুপারিশ

- বিমান ভাড়া সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- শিক্ষা ভাতা গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- চিকিৎসা ভাতা পুনর্ভরণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ অনুসরণ করা আবশ্যক;
- টিএ/ডিএ সংক্রান্ত সরকারি বিধিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- বৈদেশিক/অভ্যন্তরীন ভ্রমনের ক্ষেত্রে হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- সরকারী বাসস্থান প্রাপ্যতা ও ইউলিটি চার্জ বিষয়ক সরকারি আদেশ অনুসরণ করা আবশ্যক;
- দায়িত্ব ভাতা ও উৎসব ভাতা সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত সরকারি বিধি অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া;
- আর্থিক, কোডাল বিধি এবং আথিক স্বচ্ছতা যথাযথ পরিপালনে আরও সচেষ্ট হওয়া ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ০১ঃ

শিরোনাম ঃ	**অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত বিমান ভাড়া পরিশোধ করায় সরকারের ১,৫৪,৩৯,২৭১/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি দূতাবাসের ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের হিসাব ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসসমূহের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ করায় সরকারের ১,৫৪,৩৯,২৭১/-(এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।
অনিয়মের কারণঃ	(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/অবি/ব্য-৮/১৮০১-০০০১(১)/৯৮(অংশ-২)/৩৬১ তারিখঃ ২২/০৬/২০০৯খ্রিঃ অনুযায়ী Actual Cost of Ticket এর ভিত্তিতে বিমান ভাড়া গ্রহন না করে IATA Published হারে টিকেটের মূল্য গ্রহন করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপত্তির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১,৫৪,৩৯,২৭১/-(এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৪/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ২২/০৫/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০১/১৫ খ্রিঃ হতে ২০/১১/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫/০৩/১৫ খ্রিঃ হতে ১৫/০১/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০২ঃ

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ গ্রহণ করায় সরকারের ১৪,২৫,১১৬/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬টি দূতাবাসের ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের হিসাব ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসসমূহের ২৮ (আটাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ গ্রহণ করায় সরকারের ১৪,২৫,১১৬/-(চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার একশত ষোল) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

অনি:মের কারণঃ (ক) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত বিদেশে ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলী সংক্রান্ত স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১ (১০০০) তারিখ ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ অনুচ্ছেদ-২ এর (গ) অনুযায়ী মাঃডঃ ১৬৫ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সাধারণ পর্যায়ের (খ) অনুযায়ী মাঃডঃ ১৭৮ হারে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অর্থ বিভাগের ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের অফিস স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১ (১০০০) এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ প্রদান ও যথাযথ প্রমানক ব্যতিত হোটেল বিল দাবী করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(গ) ভ্রমন সঙ্গী না হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমন সঙ্গী দেখিয়ে দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ দাবী করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফলঃ সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া, দৈনিক ভাতা, ট্রানজিট ভাতা এবং টার্মিনাল চার্জ প্রদান করা হয়েছে বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১৪,২৫,১১৬/-(চৌদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার একশত ষোল) টাকা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করে ০৪/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ২২/০৫/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০১/১৫ খ্রিঃ হতে ২০/১১/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫/০৩/১৫ খ্রিঃ হতে ১৫/০১/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩ঃ

শিরোনাম ঃ	**অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/অতিরিক্ত চিকিৎসা ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের ৩৮,০৬,৪৭১ /- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি দূতাবাসের ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসসমূহের ১২ (বার) জন কর্মকর্তা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত চিকিৎসা ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের ৩৮,০৬,৪৭১/-(আটত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার চারশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য) ।
অনিয়মের কারণঃ	(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/বাশা/৬/৩-১৮০১-০০০১(১)/৯৮(অংশ-১)/২৪১ তারিখঃ ০৮/১০/২০০৩ এর সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে চিকিৎসা ব্যয়ের ১০% ব্যক্তিগত ভাবে বহন না করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে । (খ) তৃতীয় দেশে/বাংলাদেশে অবস্থানকালে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন/মঞ্জুরী ব্যতিত এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ বাবদ অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে গ্রহন করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে । (গ) তৃতীয় সন্তানের জন্য সিজারিয়ান প্যাকেজ হিসেবে মিশন তহবিল হতে অর্থ গ্রহন করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে । অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে ।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত চিকিৎসা ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি । সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য । সর্বমোট ৩৮,০৬,৪৭১/-(আটত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার চারশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করে ০৪/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ২২/০৫/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয় । পরবর্তীতে ২৯/০১/১৫ খ্রিঃ হতে ২০/১১/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫/০৩/১৫ খ্রিঃ হতে ১৫/০১/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয় । কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি ।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন ।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪ঃ

শিরোনাম ঃ	**অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের ১,০২,১৩,৪২৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১০টি দূতাবাসের ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের হিসাব ১৮/০৮/১৪খ্রিঃ হতে ৩১/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসসমূহের ১৭ (সতের) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ১,০২,১৩,৪২৯/-(এক কোটি দুই লক্ষ তের হাজার চারশত উনত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৪ দ্রষ্টব্য)।
অনিয়মের কারনঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৮/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-B-8/2/83 অনুযায়ী এবং ২২/০৭/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-ইসি-৬/১/৮৮ অনুযায়ী শুধুমাত্র টিউশন ফি প্রাপ্য। এ ছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২২/০৭/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-ইসি-৬/১/৮৮ অনুযায়ী স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হোক বা না হোক বই ও ইউনিফর্মও প্রাপ্য নয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের, অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/বিধি-৪/পম/ভাতা-১১/৮৭/১৬৫ তারিখ ১৪/০৫/১৯৯৪ খ্রিঃ মোতাবেক সন্তানের বয়স ২১ (একুশ) বছরের অধিক হলে শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নয়। উল্লিখিত বিধি সমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১,০২,১৩,৪২৯/-(এক কোটি দুই লক্ষ তের হাজার চারশত উনত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে উল্লেখ করে ০৪/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ২২/০৫/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০১/১৫ খ্রিঃ হতে ২০/১১/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫/০৩/১৫ খ্রিঃ হতে ১৫/০১/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫ঃ

শিরোনাম ঃ	**বাসস্থান বাবদ অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দিনের অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ৪,১৭,৬৮০/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ম্যানিলা ও কুয়ালালামপুর দূতাবাস-এর ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ০৫/০৯/১৪ খ্রিঃ হতে ২১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত মিশনে কর্মরত ৩ (তিন) কর্মকর্তা কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ২১দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাসস্থান বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ৪,১৭,৬৮০/-(চার লক্ষ সতের হাজার ছয়শত আশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৫ দ্রষ্টব্য)।
অনিয়মের কারণঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমএফ/ইএফ-৪(এটি)/জি (২৪)/৮৮-৮৯/৮৬ তারিখ ১০/০৬/১৯৮৯ খ্রিঃ অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলেও কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাসস্থান বাবদ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হোটেল ভাড়া/দৈনিক ভাতা প্রদান করা যাবে না। বাসস্থান না থাকার কারণে যোগদানকাল ডিএ সহ সর্বমোট (৬+১৫) = ২১ (একুশ) দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সে আলোকে প্রাপ্য ২১দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য দূতাবাস তহবিল হতে অর্থ গ্রহন করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	বিধি বহির্ভূতভাবে প্রাপ্য সময়ের অতিরিক্ত বাসস্থান বাবদ অর্থ মিশন তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায়যোগ্য। সর্বমোট ৪,১৭,৬৮০/-(চার লক্ষ সতের হাজার ছয়শত আশি) টাকা ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০২/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ১৬/১০/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/০৪/১৫ খ্রিঃ হতে ১৯/০২/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭/০৬/১৫ খ্রিঃ হতে ১০/০৪/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৬ঃ

শিরোনাম ঃ	**দূতাবাস তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর/অগ্রিম বেতনের নামে আর্থিক সুবিধা গ্রহন করায় সরকারের ১৪,২১,৯১৫/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন তাসখন্দ, উজবেকিস্তান দূতাবাসের ৭/২০১৩ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ০২/০৫/১৬ খ্রিঃ হতে ১৮/০৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসে কর্মরত জনাব এ এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, কাউন্সিলর কর্তৃক বাড়ি ভাড়া পরিশোধ, জরুরী আর্থিক প্রয়োজন দেখিয়ে অগ্রিম বেতনের নামে আর্থিক সুবিধা গ্রহন, চেন্সারী ভবনের ভাড়া পরিশোধ এবং চেন্সারী ভবন ও এ্যামবাসী রেসিডেন্স-এর বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদী কেনাকাটার নামে নগদ পরিশোধের জন্য ব্যাংক হতে উত্তোলন দেখিয়ে বিধি বহির্ভুতভাবে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করায় সরকারের ১৪,২১,৯১৫/-(চৌদ লক্ষ একুশ হাজার নয়শত পনের) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৬ দ্রষ্টব্য)।
অনিয়মের কারনঃ	জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল-৭ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারী অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারী অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। জড়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। সর্বমোট ১৪,২১,৯১৫/-(চৌদ লক্ষ একুশ হাজার নয়শত পনের) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তি চারটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩/০৮/১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/১১/১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭ঃ

শিরোনাম ঃ	**অনিয়মিতভাবে বাসভবনের জেনারেটরের লাইন রেন্ট/পেট্রোল ক্রয় করায় সরকারের ৮,০৮,২০১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সিট্যাওয়ে ও বাগদাদ দূতাবাসের ৭/২০১৩ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের হিসাব ০৩/০৪/১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয় । নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লেখিত দূতাবাসের কর্মরত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে বাসভবনের জেনারেটরের লাইন রেন্ট/পেট্রোল ক্রয় করায় সরকারের ৮,০৮,২০১/- (আট লক্ষ আট হাজার দুইশত এক) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৭ দ্রষ্টব্য) ।
অনিয়মের কারণঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমএফপি/ইএফ-IV (এটি)/এম(৫৩)/৮৩/১৬৮ তারিখঃ ২২/১/১৯৮৫ খ্রিঃ মোতাবেক মিশন প্রধানের বাসভবনের ইউটিলিটি বিলের ৭৫% খরচ সরকার বহন করবে । বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটরের পেট্রোল ক্রয় বাবদ অর্থ মিশন তহবিল হতে প্রাপ্য নয় । বিধি বহির্ভূতভাবে বাসভবনের জন্য জেনারেটরের লাইন রেন্ট/পেট্রোল ক্রয় করায় এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে । অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে ।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	বিধি বহির্ভূতভাবে বাসভবনের জন্য জেনারেটরের লাইন রেন্ট/পেট্রোল ক্রয় করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি । প্রাপ্য না হওয়া জড়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য । সর্বমোট ৮,০৮,২০১/-(আট লক্ষ আট হাজার দুইশত এক) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০/০৬/১৬ খ্রিঃ ও ১৬/১০/১৬ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয় । পরবর্তীতে ০৩/০৮/১৬ খ্রিঃ ও ১২/০১/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/১১/১৬ খ্রিঃ ও ১০/০৪/১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয় । কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি ।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন ।

অনুচ্ছেদ নং-০৮ঃ

শিরোনাম ঃ	**কন্সুলার আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাসের তহবিলে জমা না করায়/ভিসা ফি বাবদ অর্থ কম জমা হওয়ায় সরকারের ৩২,৯৭,২৫৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বৈরুত দূতাবাস-এর ৭/২০১৩ হতে ৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ০৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ২১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসের কন্সুলার আয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাসের তহবিলে জমা না করায়/ভিসা ফি বাবদ অর্থ কম জমা হওয়ায় সরকারের ৩২,৯৭,২৫৭/-(বত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৮ দ্রষ্টব্য)।
অনিয়মের কারণঃ	Honorary Consulate General Office হতে কন্সুলার আয় হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাস তহবিলে জমা না করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	Honorary Consulate General Office বৈরুত হতে কন্সুলার আয় হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ দূতাবাস তহবিলে জমা না করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। জড়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। সর্বমোট ৩২,৯৭,২৫৭/-(বত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত সাতান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২১/০৬/১৫খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/০৮/১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৩/১০/১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	○ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন। ○ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করে এ ধরণের অনিয়ম রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯ঃ

শিরোনাম ঃ	**মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে ভ্রমন/অপ্রতিনিধিত্বমূলক বা অনানুষ্ঠানিক ভ্রমন বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ৩,৮৭,০৩৩/-টাকা আর্থিক ক্ষতি ।**
বিবরণ ঃ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক ও বার্লিন দূতাবাস-এর ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৪ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৬/০৯/১৪ খ্রিঃ হতে ০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয় । নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসের ২ (দুই) জন কর্মকর্তা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ব্যতিত অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে ভ্রমন/অপ্রতিনিধিত্বমূলক বা অনানুষ্ঠানিক ভ্রমন বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ৩,৮৭,০৩৩/-(তিন লক্ষ সাতাশি হাজার তেত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৯ দ্রষ্টব্য) ।
অনিয়মের কারণঃ	অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে ব্যক্তিগত বা সরকারী ভ্রমনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্রমন বাবদ অর্থ তহবিল হতে পরিশোধ করায় এবং ফরেন সার্ভিস রুল ১৮(১), নোট ৪ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ০৭/১২ হতে ১১/১২ অর্থাৎ ৫মাস সময়ের মধ্যে স্বস্ত্রীক ৪বার ভ্রমন বাবদ অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে পরিশোধ করায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।
ফলাফলঃ	সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে । অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে ।
নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ	অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার বাহিরে ব্যক্তিগত বা সরকারী ভ্রমনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্রমন বাবদ অর্থ তহবিল হতে পরিশোধ করায় এবং ফরেন সার্ভিস রুল ১৮(১), নোট ৪ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ০৭/১২ হতে ১১/১২ অর্থাৎ ৫মাস সময়ের মধ্যে স্বস্ত্রীক ৪ বার ভ্রমন বাবদ অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে পরিশোধ করায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি । জড়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনের নিকট থেকে আদায়যোগ্য । সর্বমোট ৩,৮৭,০৩৩/-(তিন লক্ষ সাতাশি হাজার তেত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৩/০১/১৫ খ্রিঃ ও ২২/০৬/১৫ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয় । পরবর্তীতে ০৫/০৩/১৫ খ্রিঃ ও ০৩/০৯/১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০৫/১৫ খ্রিঃ ও ১৩/১০/১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয় । কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি ।
নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন ।

অনুচ্ছেদ নং-১০ঃ

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে হোমলীভ বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ৯,৫৫,০১৫/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক দূতাবাস-এর ৭/২০১২ হতে ৬/২০১৪ পর্যন্ত সময়ের হিসাব ১৩/১১/১৪ খ্রিঃ হতে ০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, উল্লিখিত দূতাবাসের জনাব ডঃ এ.কে.আব্দুল মোমেন, মান্যবর স্থায়ী প্রতিনিধি কর্তৃক অনিয়মিতভাবে হোমলীভ বাবদ অর্থ দূতাবাস তহবিল হতে গ্রহন করায় সরকারের ৯,৫৫,০১৫/- (নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পনের) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (স্ত্রী সহ) হোমলীভ ভোগের প্রয়োজনে (২৫/১২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৮/০১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত) বিমান ভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ১২,২৮০.০০ সমপরিমান টাকা ৯,৫৫,০১৫.০০ গ্রহন করেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইতিপূর্বে ২৬/১২/১২ খ্রিঃ হতে ১৭/০১/১৩খ্রিঃ পর্যন্ত হোমলীভ ভোগ করেন বিধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-এডি-পি-১-৭৫০০, তারিখঃ ১১/০৩/২০১০খ্রিঃ অনুযায়ী একনাগারে ২৪ মাস পূর্ণ না হওয়ায় দ্বিতীয়বার হোমলীভ প্রাপ্য নন। সে আলোকে হোমলীভ বাবদ গৃহিত উক্ত অর্থ অনিয়মিতভাবে গ্রহন করেছেন বিধায় সরকারের এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফলঃ সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-এডি-পি-১-৭৫০০, তারিখঃ ১১/০৩/২০১০খ্রিঃ অনুযায়ী একনাগারে ২৪ মাস পূর্ণ না হওয়ায় দ্বিতীয়বার হোমলীভ প্রাপ্য নন বিধায় জবাব নিষ্পত্তিমূলক বিবেচিত হয়নি। জড়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে আদায়যোগ্য। সর্বমোট ৯,৫৫,০১৫/- (নয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পনের) টাকা আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২/০৬/১৫ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৩/০৯/১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৩/১০/১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া গেলেও অডিটের নিকট উক্ত জবাব বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮/০৩/৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং এম,এফ/ই,এফ-৪(এটি)/জি(৪৪)/ ৯১-৯২/অংশ-২/৫৩ অনুযায়ী বর্ণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত
(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
দূতাবাস অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা
তারিখঃ ২৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৬৯৬কম/এ—৭০০বই, ২০১৭ইং।